জন্ম ১৯৬০ সালে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিতে ডক্টরেট। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে জরুরি-অবস্থা-উত্তর সময়ে তৃতীয় ধারার ছাত্র সংগঠন ডিএসএফের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। ছাত্র-সংগঠন ছাত্রীদের যথাযথ গুরুত্ব দেয় না, এই ভাবনা থেকে নারীবিষয়ক পড়াশুনা শুরু। পূর্ব ভারতে প্রথম নারীবিষয়ক তথ্যকেন্দ্র তৈরি। ১৯৮৩ সালে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, যে সংগঠন মেয়েদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় হিংসার নিরন্তর প্রতিবাদ করে গেছে। ১৯৮৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিটি কলেজে অধ্যাপনায় যোগদান। বেজিং-উত্তর মেয়েদের জোট ‘মৈত্রী’র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। সর্বভারতীয় সংগঠন ‘যৌননিপীড়ন ও রাষ্ট্রীয় হিংসার বিরুদ্ধে নারী’র সদস্য। নারী, উন্নয়ন ও অধিকার— এই তিনের সংযোগে লেখালিখি, জনপ্রিয় মাধ্যম ও গবেষণার স্তরে। মেয়েদের জীবনযাত্রার মান, বিশেষত পিছিয়ে-পড়া গোষ্ঠীর মেয়েদের যাপন ও তার মাপকাঠি নিয়ে অনুসন্ধানে রত। বাংলার বিভিন্ন দৈনিক, সাময়িকী ও প্রবন্ধ পত্রিকায় গত তিন দশক ধরে লিখে আসছেন। টেলিভিশন আলোচনাতেও একজন পরিচিত ব্যক্তিত্ব। মেয়েদের অধিকার নিয়ে লেখালিখির জন্যে বাংলায় পূর্বাঞ্চলীয় ‘লাডলী মিডিয়া’ পুরস্কার-এ সম্মানিত।

দুগ্গা দুগ্গা

চার দিনের পুজো বছরভর বিসর্জন

শাশ্বতী ঘোষ

ISBN 978-81-96072-92-6

9 788196 072926

দুগ্গা দুগ্গা চার দিনের পুজো বছরভর বিসর্জন শাশ্বতী ঘোষ

দুগ্গা দুগ্গা

চার দিনের পুজো বছরভর বিসর্জন

শাশ্বতী ঘোষ

গত দুই দশক ধরে দুর্গা নিয়ে লিখছেন শাশ্বতী ঘোষ, নারীবাদী অর্থনীতির লেখালেখি এবং নারী অধিকারের পক্ষে কলমে ও পথে একজন পরিচিত ব্যক্তিত্ব। সুতরাং শাশ্বতীর দুর্গা জড়িয়ে গেছেন নারীবাদী বিভিন্ন প্রশ্নে, আমলাশোলের শবর নারীদের জীবনে, খাদ্য আইনের অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে, লালগড়ের সংগ্রামে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের দুর্গা, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের দুর্গা, রামপ্রসাদের দুর্গা— সবাই এই লেখায় উপস্থিত বর্তমান প্রাসঙ্গিকতায়। এই উপমহাদেশের নিষ্কর্মা স্বামীকে নিয়ে নিম্নবিত্ত মেয়েদের সংসার, এক দুঃখ, এক অভিমান, এক দিনযাপনের চিত্র বারবার ফিরে আসে দুর্গার বার্ষিক আগমনে। সশস্ত্র দুর্গার বিরুদ্ধে শান্তিকামী নারীদের বিমুখতা, পরিবেশবাদী গেইয়া তত্ত্বের হাত ধরে পশুবলির প্রসঙ্গ, মহারাষ্ট্রের উদাহরণ মেনে পূজায় বিধবাদের অংশগ্রহণ, এ রকম অনেক নতুন ভাবনায় দুর্গার রূপ, কাহিনি, পূজা নিয়ে এক সম্পূর্ণ অন্য কথকতার বই।